উদ্ধার করিয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মে দেখা যায়—যে জন 'হরি' এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করে, সে জনের সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদই উচ্চারণ করা হয়। স্কন্ধপুরাণে পার্ব্বতীর উক্তিতেও দেখা যায়—'হে বৎস! তুমি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ পাঠ করিও না। নিত্য (গোবিন্দ) এই হরিনাম গান করিও।' পদ্মপুরাণে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রেও দেখা যায় —শ্রীবিষ্ণুর এক-একটি নামই সর্ব্ববেদ হইতেও অধিক।

এক্ষণে শ্রদ্ধাহীনজনকে যে শ্রীহরিনাম উপদেশ করে, তাহার অপরাধ হয়। ইহা নবম অপরাধ। ইহার পরে দেখাইতেছেন যে—যাহাকে উপদেশ করা হয়, তাহারও অপরাধ হয়।

শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥

যে অধম জন শ্রীনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও উল্লাস প্রকাশ করে না, সে জন নিশ্চয়ই অহন্তা মমতাদির মধ্যে কোন একটিতে আসক্ত। এইজন্যই শ্রীনামে অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকে; যেহেতু—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতংবা
শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং ॥ ইত্যাদি

এক শ্রীকৃষ্ণনাম যাহার বাক্যে উচ্চারিত হয়, অথবা যাহার স্মরণপথে উদিত হয়, অথবা শ্রোত্রমূলে প্রবেশ করে, সেই শ্রীনাম শুদ্ধই হউক অথবা অশুদ্ধ বর্ণই হউক, যদি ব্যবধান রহিত হয় অর্থাৎ যেমন "মরা"—এই শব্দের 'ম' ও 'রা' এই দুই বর্ণের মধ্যে অন্য কোন বর্ণ ব্যবধান নাই বলিয়া 'মরা' 'মরা' উচ্চারণ করিতে করিতে রাম নাম উচ্চারণ করা হয়, কিম্বা ব্যবহিত অথবা রহিত যদিও হয়, যেমন "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করিতে গিয়া "নারা" এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই "আগামী কল্য মথুরা যাইব"—এইরূপ বলার পর "য়ণ"—এই অংশ যদি উচ্চারণ করে, তবে নাম উচ্চারণ করার ফল হয়। অথবা রহিত অর্থাৎ কেবল "নারা"—এই অংশমাত্র উচ্চারণ করা হইল কিন্তু পরবর্ত্তী অংশ "য়ণ" আর উচ্চারণ করিল না, তাহা হইলেও নাম উচ্চারণের ফল হইবে। কিন্তু সেই শ্রীনামে যদি দেহ দ্রবিণ, অর্থাৎ অর্থ, জনসমূহ, লোভ এবং পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ দেহ-দ্রবিণাদির মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করা হয়, তবে শ্রীনাম সত্বর নিজের ফল প্রদান করেন না, অর্থাৎ শ্রীনামের মুখ্যফল যে প্রেম—তাহা সত্বর প্রকাশিত হয় না। এস্থলে 'পাষণ্ড' শব্দ উল্লেখ করিয়া দশটি নামাপরাধকে বুঝান হইয়াছে। যেহেতু দশটি অপরাধই পাষণ্ডময় অর্থাৎ পাপময়। এস্থলে পাপ ও পাষণ্ডের যে পার্থক্য, তাহার বিচার